আগামী ৪ ফেব্রুয়ারির পর যে কোনো দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার সম্ভাবনা আছে। ক্লাস শুরু হলে শুধু এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে একদিন স্কুলে আসবে।

এ সময় তারা পুরো সপ্তাহের পড়া নিয়ে যাবে। শিক্ষার্থী বেশি হলে পালা (শিফট) করে আসবে। স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বসবে ৩ ফুট দূরত্বে।

এর সব কিছুই কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শক কমিটির মতামত নিয়ে করা হবে। এ কমিটির পরামর্শ না পেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে না

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি রোববার বিকালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) এক আলোচনা সভায় এ তথ্য প্রকাশ করেন

এর আগে দুপুরে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের লক্ষ্যে তিনটি বিল পাস হওয়ার পর দেয়া বক্তৃতায়ও

বিকালে অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, পর্যায়ক্রমে কলেজে চালু অনার্স-মাস্টার্স প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে শিক্ষকরা চাকরি হারাবেন ন

দেশে বর্তমানে বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজ ৩৪৯টি, সরকারি প্রায় দেড়শ। উভয় ধরনের কলেজে শিক্ষক আছেন প্রায় ৩০ হাজার।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ঘোষিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন ক

কোভিড-১৯ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন শীর্ষক এ আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন নওফেল।

মূল আলোচক ছিলেন ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অর্থনীতিবিদ ড. ফরাসউদ্দিন।

সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি উভয় মাধ্যমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব এবং বিএ

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব আমিনুল ইসলাম খান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব গোলাম মো. হাসিবুল আলম এবং ইউনেস্কোর বাং করেন।

আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার মতো উপযোগী করতে বলেছি আমরা। কোভিড বিষয়ক জাতীয় পরাম খুলব না।

কেননা, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা আমাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য। আর কমিটি খোলার অনুমতি দিলেও আমরা সবাইকে একদিনে প্রতিষ্ঠানে আনব ৫-৬ দিন করে আসবে।

বাকিরা আসবে একদিন করে। এসে পুরো সপ্তাহের পড়া নিয়ে যাবে। পরের সপ্তাহে আবার একদিন আসবে। এটা এ কারণে যে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে।

তাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসানো সম্ভব হবে না। তাই সব শ্রেণির শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে না এনে আলাদা আলাদা দিন ক্লাসে আনার ব্যবস্থা হবে। খুলে দে

এজন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কমিটি থাকবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আসলে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের কাজ করে এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই পদক্ষেপ নিচ্ছি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ বছর যারা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দেবে তারা এক বছর সরাসরি ক্লাস করতে পারেনি। যদিও অনলাইন ও টিভিতে অ

তবু প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করা হয়েছে। এ সিলেবাসের ওপর পাঠদান শেষে তাদের পরীক্ষা নেয়া য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি নিতে ২২ জানুয়ারি নির্দেশ দেয় সরকার। পাশাপাশি পাঠানো হয় প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি ও ক্লাস চলাকালীন সময়ের

ক্লাসে বসতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৩ ফুট দূরত্বে। ৫ ফুটের কম দৈর্ঘ্যরে বেঞ্চে একজন শিক্ষার্থী এবং ৫ থেকে ৭ ফুট দৈর্ঘ্যরে বেঞ্চে দুজন শিক্ষার্থী ব

রোববারের আলোচনা সভায় ড. ফরাসউদ্দিন অবশ্য কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে দেয়ার পক্ষে মত দেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে আনার পরামর্শ দেন।

এক্ষেত্রে সকাল-বিকাল দুই শিফটে হবে ক্লাস। তিনি বলেন, শিক্ষকদের এ ক্ষেত্রে যেহেতু অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে তাই তাদের প্রতি মাসে ক পারে।

সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্লাস সপ্তাহে ৬ দিনই রাখার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, তাহলে মে মাসের শেষে এসএস হবে।

এতে ৩-৬ মাস সময় তাদের জীবন থেকে নষ্ট হবে। টিকা কার্যক্রম শুরু হলে ডিসেম্বরের মধ্যে দেশ করোনামুক্ত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন আনার পরামর্শ দেন।